# ঘরের মেয়ে

মাত্র ১৭ বছর বয়সে চাকরির খোঁজে চলে যান দিল্লি। পঁচিশ বছর বয়সে ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকার সিইও-র একজিকিউটিভ সেক্রেটারির পদে যোগদান করেন জিলিয়ান হ্যাসলাম। সাহস, জেদ আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরেই খিদিরপুরের সেন্ট টমাস গার্লস স্কুলের মেয়ে আজ বিশিষ্ট সমাজকর্মী, জনপ্রিয় লেখিকা এবং মোটিভেশনাল স্পিকার। । সমাজকল্যাণমূলক কাজে তাঁর উৎসাহ দেখে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাঁকে সংস্থার 'চ্যারিটি অ্যান্ড ডাইভার্সিটি নেটওয়ার্ক'এর প্রধান পদে নিয়োগ করে। জন্ম কলকাতায়, ১৯৭০-এ। রোগ, অপুষ্টি ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে শৈশব। কখনও সিঁড়ির নীচের অংশে, কখনও ছোট স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে গাদাগাদি করে থেকেছেন সকলে। ভালো খাবার, ভালো পোশাক জুটেছে কালেভদ্রে। বাবা তিনবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ায়, সংসারের জোয়াল ছিল মায়ের কাঁধেই। চোখের সামনে অকালে চলে গিয়েছে চার ভাইবোন। পরে হারিয়েছেন মাকেও। এর পাশাপাশি গরিব হওয়ার জন্য অপমান, বয়ঃসন্ধির সময় পাড়ার ছেলেদের টিটকিরি তো ছিলই। তবু হাল ছাড়েননি। বাকি চার ভাইবোনকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছেন। এখন ম্যাকডোনাল্ডস, বার্কলেজ, রয়্যাল ব্যাঙ্ক অফ স্কটল্যান্ড-এর মতো বহুজাতিক সংস্থার কর্মীদের অনুপ্রেরণা দিতে ডাক পড়ে তাঁর। জিলিয়ানের স্মৃতিকথা 'ইন্ডিয়ান.ইংলিশ' বিক্রি হয়েছে দেড় লক্ষ কপি। সেই বই অবলম্বনে হলিউডে নির্মিত হচ্ছে কাহিনিচিত্রও। সম্প্রতি শহরে এসে জিলিয়ান শোনালেন তাঁর জীবনকাহিনি। জিলিয়ানের অবদানের জন্য ক্যালিফর্নিয়ায় ব্যাঙ্কের প্রধান দপ্তর তাঁকে বিশ্বসেরার স্বীকৃতি দেয়। ২০০০ সালে বিয়ের পর ব্রিটেনে গিয়ে এক দশক কেটে যায় ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রেই। কিন্তু জিলিয়ানের কেবলই মনে হতে থাকে তিনি বোতলবন্দি হয়ে পড়ছেন। যারা পিছিয়ে পড়ে, তাদের নিজের স্তরে তুলে আনতে তিনি উৎসাহী হন। এর পরই প্রেরণামূলক ভাষণ দেওয়ার প্রশিক্ষণ নেন বব ফার্গুসনের কাছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে কলকাতা ও আশপাশে দরিদ্র ও বঞ্চিতদের জন্য গড়ে তুলেছেন পাঁচটি কেন্দ্র। তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের খবর নিতে মাঝে মধ্যেই ছুটে আসেন কলকাতায়। আর অবশ্যই ঘুরে যান খিদিরপুরের সেই পান আর মুদির দোকানে যার মালিকরা এক সময়ে তাঁর পরিবারকে বিনামূল্যে জুগিয়েছিলেন রুটি-ডিম-দুধ।